৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUN 15 1999
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৫

পার্সেন্টেজ ॥ এবার ছাত্রী উপবৃত্তির টাকায়

বারইয়ারহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্রী হিসাবে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া মাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পন্নকারিণী সালমা আক্তার। ২০৯০ নং আইডি'র ছাত্রী সালমার এফএসএসপি হিসাব নং ৯৫-০৬৮৭০। জনতা ব্যাংক করেরহাট শাখা থেকে ১৬ মার্চ ১৯৯৯-এ ইস্যুকৃত সাত শ' নব্বই টাকার চেকে স্বাক্ষর নিয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে তিন শ' ষাট টাকা প্রদান করতে চাইলে সে প্রতিবাদস্বরূপ টাকা গ্রহণ না করে উক্ত চেকটিই ফেরত নিয়ে আসে। চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই থানার ২ নং হিঙ্গুলী ইউনিয়নের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এ বিদ্যালয়ের অন্য যে তিন ছাত্রী এ ঘটনার প্রতিবাদে টাকা গ্রহণ করেনি, কিন্তু চেকে স্বাক্ষর করে তা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জমা দিয়ে ফেলেছে, তারা হলো উল্লিখিত সালমা আক্তারের সহপাঠিনী সেলিনা আক্তার, কোহিনূর আক্তার ও সুমী আক্তার। উক্ত বিদ্যালয়ের নিরানব্বই সালের মাধ্যমিক নির্বাচনী পরীক্ষায় নব্বই ছাত্রীর মধ্যে যে চব্বিশ ছাত্রী সব বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার চূড়ান্ত পর্ব সম্পন্ন করেছে, উক্ত চার ছাত্রী তাদের অন্যতম হলেও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এদের টাকা কম প্রদানের অজুহাত হিসাবে দেখায় যে--এরা নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি! দশম শ্রেণীর প্রবীণ ছাত্রীদের সাথে উপবৃত্তির টাকা নিয়ে যেখানে এ ঘটনা ঘটেছে, সেখানে নিচের শ্রেণীর কোমলমতি ছাত্রীদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, পবিত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্মানিত শিক্ষকরা এই পার্সেন্টেজ ও চাঁদাবাজির আশ্রয় কেন নেবেন বোধগম্য নয়। অভিযোগ রয়েছে, প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রীদের কাছ থেকে ৩০-৫০ টাকা কেটে রাখা হয়েছে। আবার ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া নবীন ছাত্রীদের এখনও উপবৃত্তির টাকা প্রদান করা হয়নি, অথচ দেয়ার আশ্বাসে এদের কাছ থেকে স্বাক্ষরযুক্ত ছবি নেয়া হয়েছে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে।

মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলীলুল্লাহ
বারইয়ারহাট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম-৪৩২৬